দৈনিক ইত্তেফাক

35

তারিখ 14 MAR 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

শিক্ষক সংকট ।। আসবাবপত্রের অভাব

কালকিনি থানায় শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হইতেছে

মাদারীপুর সংবাদদাতা ।। শিক্ষক সঙ্কট, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাব, অভিভাবকদের অনীহা, জরাজীর্ণ স্কুল গৃহ, আর্থিক দুরবস্থাসহ বিভিন্ন কারণে কালকিনি থানার শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হইতেছে। কালকিনির দুরবর্তী কয়েকটি ইউনিয়নের শিক্ষা কার্যক্রমের অবস্থা বেশী করুণ। প্রায় ৩ লক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত কালকিনি থানায় ১১৫টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে। ১৫টি ইউনিয়নে রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে ৩১টি। রেজিষ্ট্রী হয় নাই ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। কালকিনি থানার প্রায় ৩০টি সরকারী প্রাথ-

(৪থ পৃঃ দ্রঃ)

কালকিনি থানায়

(৪থ পৃঃ দ্রঃ)

মিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে আসবাবপত্রের সংকট রহিয়াছে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৬০টি নলকূপ অকেজো। অন্তত ৪০টি নলকূপ দীর্ঘদিন যাবৎ অকেজো। বহু আবেদন করিয়াও নলকূপগুলি সংস্কার হয় নাই। ১৯৯৪ সালে কালকিনি থানার ৬ হাজার ২৬৩ জন ছেলে মেয়ে স্কুলে যায় নাই। অভিভাবকের আর্থিক দুরবস্থা ও অনীহার কারণে গত বছরের তুলনায় এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে পারে। নদীর ভাঙ্গন কবলিত এলাকার বিপুল সংখ্যক ছেলে-মেয়ে বিদ্যালয়ে যাইতে কম আগ্রহী।

থানায় ২২টি শূন্য পদের মধ্যে প্রধান শিক্ষকের ৪টি ও সহকারী শিক্ষকের ১৮টি। বাঁশগাড়ী ইউনিয়নের কালুরগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, আলিনগর ইউনিয়নের কালিগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও নবগ্রাম ইউনিয়নের শশিকর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদ যেকোন সময় ধসিয়া পড়ার আশংকা দেখা দিয়াছে। ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় বিদ্যালয় তিনটিতে ক্লাস চলিয়া আসিতেছে। বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী অনুযায়ী শিক্ষক না থাকায় লেখাপড়া বিঘ্নিত হইতেছে। কালকিনি থানা শিক্ষা অফিসের অফিস সহকারীর একটি পদ শূন্য থাকায় অফিসের কার্যক্রম পরিচালনায় অসুবিধা হইতেছে। আটিপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, রামনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, রামচন্দ্রপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কর্নপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ প্রায় ৩০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংযোগ সড়ক নাই। অনেক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংযোগ রাস্তা থাকিলেও অবস্থা করুণ। রাস্তাগুলির সংস্কার হওয়া প্রয়োজন। বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ প্রয়োজন। বিদ্যালয়গুলিতে স্থান সঙ্কুলান সমস্যা প্রকট। অনেকগুলিতে আলমারী সরবরাহ করা দরকার। উত্তর কানাইপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কোলচুরী মন্ডাল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, খাসের হাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, চরলক্ষীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ প্রায় ১৫টি বিদ্যালয়ের সংস্কার প্রয়োজন। চর পালরুদি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উত্তর সাহেবরামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ৬টি বিদ্যালয়ের অবস্থাও ভালো নয়। জরুরী ভিত্তিতে এই সমস্ত বিদ্যালয়গুলির সংস্কার প্রয়োজন।